গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-১-৮/২০১০/৬০১

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ন ১৪১৭ / ০৮ ডিসেম্বর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) শিক্ষক নিয়োগে মহিলা কোটা শিথিলকরণ।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা শিক্ষক না পাওয়ার প্রেক্ষাপটে গত ১৪ মে ২০০৯ এ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের ধারা-৪ এর অনুচ্ছেদ-৬ ও ধারা ৬-এর অনুচ্ছেদ ২(গ) নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলোঃ

ধারা-৪ ঃ মহিলা শিক্ষক না পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি-

(১) মহানগর ও পৌর এলাকাসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (মাদ্রাসা) মধ্যে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত সংখ্যক পদে মহিলা শিক্ষক নেই বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষকের পদ শূন্য হলে অথবা নির্ধারিত কোটা পূরণ না হলে মহিলা শিক্ষক পদ পূরণকল্পে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) কেবল মহিলা প্রার্থীদের নিকট হতেই আবেদনপত্র আহবান করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই "পুরুষ প্রার্থীগণের আবেদন করার প্রয়োজন নেই" উল্লেখ থাকতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞাপন একই সাথে পত্রিকায় ও ওয়েবসাইটে প্রচার করতে হবে। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট সংযোগ আছে সেখানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যেখানে নেই সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের কপি প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা বোর্ড/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) দফা (ক) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পর কোন মহিলা শিক্ষক পাওয়া না গেলে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে একই ভাবে দ্বিতীয় বার পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে এবং এরূপ অবস্থায় যদি কোন মহিলা প্রার্থী না পাওয়া যায় তবেই পুরুষ প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীর আবেদন পাওয়া গেলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনাযোগ্য হবে।

(গ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে আবেদন করার সময় কমপক্ষে ১৫ (পনর) দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ধারা ৪(৬) মহিলা প্রার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত ৩ (তিন) জন প্রার্থীর পরিবর্তে কমপক্ষে ২ (দুই) জন প্রার্থী পাওয়া গেলে নিয়োগ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে।

ধারা-৬ এর ২(গ)

উক্ত প্রজ্ঞাপনের ধারা-৬ এর ২(গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত গণিত, ইংরেজি, শরীরচর্চা, আরবি, কোরআন ও হাদিস বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা শিথিলকরণ ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ এর পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এ প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংশোধনী শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জনস্বার্থে এ সংশোধনী জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
৩০/১১/২০১০

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপনিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশপূর্বক প্রকাশিত গেজেটের ৩০০০ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-১-৮/২০১০/৬০১/১(৩০)

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ন ১৪১৭ / ০৮ ডিসেম্বর ২০১০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল/উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (পঃ ও অর্থ)/(উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। উপ-সচিব (মাধ্যমিক/বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০। অফিস নথি।

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
ফোন ৭১৬৫৭৫০